

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন
১০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার
১০ আনা, ১- এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন
প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র
লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলায় দ্বিগুণ।

সড়াক বার্ষিক মূল্য ২- টাকা।

নগদ মূল্য ১- এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered

No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—o—o—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেশিনের
পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেশিন, ফটো
ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন
ও যাবতীয় মেশিনারী স্থলভে স্থন্দররূপে মেলামত
করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই কা্তিক বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 28th Oct, 1953 { ২৩শ সংখ্যা



সকল ঘরের তরে...

দ্ব্যস্তি লেটন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ১১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা ১২

C. P. Services

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ
আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির
পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা
হিন্দুস্থানের পূর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া
যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা

১৬,৩৮,৭৯,২৯৮

মোট চলতি বীমা..... ৮৬,৭১,৮৫,০৪০-

মোট সম্পত্তি..... ২২,৪৯,৮৩,০৫৬-

বীমা ও বিবিধ তহবিল..... ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭-

প্রিমিয়ামের আয় ৩,৯৪,২২,৩৭১-

দাবী শোধ (১৯৫২) ৮৮,৮২,২৭১-

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস-হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

সৰ্বভো দেবেভ্যো নমঃ।



জঙ্গিপুৰ সংবাদ

১১ই কাৰ্তিক বুধবাৰ সন ১৩৬০ সাল

বিজয়াৰ সাদৰ সন্তোষ

মহাপূজাৰ অবকাশান্তে আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী জনগণের প্রত্যেককে মৰ্যাদাহুসারে প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

“মা আমার কৈলাসে চলেছে”

মা মহামায়া পিতা মহেশ্বরের নিকট মাত্র তিন দিনের জন্ত পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবার ১৩৬০ সালের পঞ্জিকা বাহির হইবামাত্র কোন কোন পঞ্জিকার মতে মায়েৰ তিন দিনের দিনই কৈলাসে ফিরিতে হইবে দেখিয়া ভক্তমাত্রেই একটু মৰ্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছিলেন। “যেষাং মনোবৃত্তিরুদ্বেতি ষাদুক্” এই বচনের বলে কেহ তিন দিনের দিন, কেহ বা চতুর্থ দিনে মাৰ্কে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবস্থা ঠিক তাহা আমরা বলিতে না পারিলেও, এটা ঠিক বলিতে পারি যে পিতা মহেশ্বরের তিন দিনের দিনই মায়েৰ প্রত্যাবৰ্ত্তন বাঞ্ছনীয়। ইংৰাজের আমল হইতে আমরা প্রায় দেখিয়াছি—সরকারী কৰ্মচারীদের অবসর গ্রহণের দুইটি মত আছে। এক পঁচিশ বৎসর চাকরী হইলেই তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে হইবে। অল্প—পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই তাঁহার আর কাজে থাকিবার উপায় নাই। সরকারের কঠিন ব্যবস্থা যে-টি প্রথমে আসে, (which comes first) পিতা মহেশ্বরের মনঃপূত তিন দিনের মধ্যে মা ফিরিলে তিনি চার দিন চান না। নানা মূনির নানা মত। কেহ তিন দিনের দিনই মায়েৰ প্রতিমা নিরঞ্জন করিলেন, কেহ চার দিনের দিন প্রতিমা

নিরঞ্জন করিলেন। ভাসনিক পূজা মণ্ডপগুলির মধ্যে কোন কোন মণ্ডপে ৫ দিন, ৬ দিনও প্রতিমা বিসজ্জিত হয় নাই।

মা প্রতি বৎসরই যাইবার সময় অত্যাঁসাহী উছোক্তা ভক্তগণের ভক্তির মাত্রা সাধারণকে দেখাইবার সুযোগ ছাড়েন না। আমাদের মায়েৰ প্রতিমা আগে যাইবে এই জ্বিদের ধূয়া তুলিয়া দুই দলের মধ্যে মারামারি ফটাকাটি। ফলে ফেজদারী মামলার জের মায়েৰ আগামী বর্ষের অগমনের দিন পর্যন্ত জের মিটিবে না। নিরীহ দর্শকগণ মায়েৰ নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা দেখিতে আসিয়া মায়েৰ উৎকট ভক্তদের বোমার আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। কেহ কেহ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া আজীবনকাল মায়েৰ বিজয়ার দিনকে তাহার কপালভাঙার দিন বলিয়া হা হতাশ করিবে। মায়েৰ এই সমস্ত হিংস্র ভক্তগণকে দেখিয়া মাৰ্কেই বলিতে ইচ্ছা করে—“মা, তুমি বাপকে ক্ষমা কর নাই। দক্ষা জ্ঞার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাঁহাকে ছাগস্বপু করিয়া তবে ছাড়িয়াছ, চণ্ডমুণ্ড নিপাত করিয়াছ, মহিষাসুর বধ করিয়াছ, কিন্তু এই সব ভক্তনামধারী পিশাচদের কিছু করিতে পার না মা!” তুমি পারো না একথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিব না মা! ভাঙে বিভোর, গঞ্জিকাসেবী বলিয়া কথিত বাবা ভোলানাথের নিজের রাষ্ট্রশাসন দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভোলানাথ যে রাজ্যের রাজা, তুমি যে রাজ্যের রাণী সে রাজ্যের শাসনপ্রণালী দেখলে অবাক হ’তে হয় মা! তোমার বাহন সিংহ, বাবার বাহন বাঁড়। কৈ কোনও দিন শোনা যায় নাই যে সিংহ বাঁড়কে একটি নখের আঘাত করিয়াছে! তোমার সাপ, গণেশের হাঁচুর, কাৰ্তিকেশ্বরের ময়ূর। কেহ কাহাকেও হিংসা করিতে পারে না। কৰ্মচারী বলিতে গাঁজাখোর নন্দী আর ভূঙ্গী। তাদের দাপে কেউ টু শব্দ করিতে পারে না। মা আমরা এবার খবরের কাগজে দেখিয়াছি ফটো—ঘাতে আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছেন। মা, তোমার রাষ্ট্রপদ্ধতি তাঁহাকে স্বপ্নে শিক্ষা দিলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।

বাঘের বিয়ের
অধিবাসের ঠেলা

পঞ্চবাৰিক পরিকল্পনার প্রচার-পৰ্ক এখনও শেষ হয় নাই। বৰ্ত্তমান সময় হইতে ১২৫৬ মাৰ্চ পর্যন্ত দেড় কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চলচ্চিত্রের মাৰফতে ৪৬০০০০০, ছেচলিশ লক্ষ টাকা।

প্রচারবানের জন্ত ৩৪০০০০০, চৌত্রিশ লক্ষ টাকা।

পুস্তক প্রচারের জন্ত ২০০০০০০, কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

পঞ্চবাৰিক পরিকল্পনার যথেষ্ট প্রচার করা হইয়াছে। ভারত যে অন্তঃদেশের মত সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, তাহাতে যাহারা বিকল্প সমালোচনা করেন, তাঁহারাও পরিকল্পনার সাফল্য দেখিলে যে খোঁতা মুখ ভোঁতা করিয়া এক বাক্যে ইহার প্রংসা করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পরি-বল্লনানুসাবে কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তবু যে ভারত সরকার এত টাকা খরচ করিতে উত্তম তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্যাপার দেখিয়া এবং খরচের বহু শুল্ক আমাদের ছেলেবেলার বাঘের বিয়ের অধিবাসের গল্প মনে পড়ে।

গল্পটি

এক নাপিত একদিন এক বনের মধ্য দিয়ে গ্রামান্তরে যজমান বাড়ী যেতে যেতে একটি প্রকাণ্ড বাঘের পাল্লায় পড়ে। বাঘ তাকে ভক্ষণ করিতে উত্তম হইলে, সে তাহার জাতিগত প্রত্যাশন-মতিত্বের বলে বাঘকে বলিল, ভাই, আমাকে বধ করিও না, আমি নাপিত, তোমার বিয়ে দিয়ে দিব, প্রতিজ্ঞা করছি। আমার পরিচিতা এক বাঘিনী আছে, সেও উপযুক্ত বর খুঁজতে আমাকে ভার দিয়েছে। বিয়ের কথা শুনে বাঘ ভান্নি খুশি হ’য়ে নাপিতকে ছেড়ে দিয়ে যখন বললে—ভাই, বিয়ের জন্ত কি কি খরচ হবে? নাপিত সুযোগ বুঝে বলে উঠলো ভাই, আজকাল মানুষের দেখে সব জানোয়ার ফ্যানান শিখছে। গয়নাপত্তর যা পার আমাকে দিও আমি তাকে দিয়ে আশীৰ্বাদ করে পাকা দেখা শেষ ক’রে রাখবো। তারপর তোমার সুবিধা আর তোমার ভাবী বাঘিনীর সুবিধা মত শুভদিন স্থির ক’রে শুভকাৰ্য্য শেষ করা যাবে।

বাঘ নাপিতের এই প্রস্তাব খুব আনন্দের সহিত বিশ্বাস ক'রে বনের ধারে থাকে গয়না প'রে যেতে দেখে তার ঘর মটকিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে নাপিতকে ডেকে দিয়ে দেয়। কেউ টাকা পয়সা নিয়ে বনের ধারের রাস্তা দিয়ে গেলেই তাকে তাড়া ক'রে অন্ততঃ টাকাগুলো নিয়ে নাপিতকে তার বাড়ী হ'তে ডেকে এনে দিয়ে দেয়। নাপিত আজ ভাদ্র মাস, কাল আশ্বিন মাস, তারপর কার্তিক মাস বিয়ের দিন নাই, এমনি করে টালমাটাল ক'রে লম্বা দিন ফেলে দেয়। মাঘ মাসের শেষে বিয়ের দিন দিয়ে নাপিত ও তার স্ত্রী প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল। বাঘ অনেক সোনাধানা, নগদ টাকা দিয়েছে বিয়ের আশায়। বিয়ে না হ'লে সে নাপিতের সবংশ শেষ করে দিবে।

নাপিতের দেওয়া দিন বাঘ তার বাড়ীতে উপস্থিত হ'বা মাত্র, নাপিত তার উপস্থিত বুদ্ধির বলে কতকগুলি হলুদ এনে শিল নোড়ায় তার স্ত্রীকে বাঁটতে লাগিয়ে দিয়ে বাঘকে বল্লে—ভাই, আমি তোমার দেবী দেখে খুব ভাবছিলাম, আজ অধিবাস। ঐ দেখ, নাপিতানী অধিবাসের সব ঠিক ক'রে তোমার আশা পথ চেয়ে হলুদ বাঁটতে লেগেছে। বাঘ নাপিতের ঘরে বসে রইল। নাপিতের স্ত্রী একাই উলু দিয়ে বাঘের গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিল। ইতিমধ্যে নাপিত বাজারে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড নূতন বস্তা নিয়ে এসে হলুদ মাখার পর নাপিত-গিন্নী বাঘকে বস্তার মধ্যে প্রবেশ করতে বল্লে—এ হচ্ছে অধিবাসের স্ত্রী আচার। তোমার কনেকেও ওদের ওখানে এই বিধি মেনে চলতে হচ্ছে। বাঘ ভারী খুশি হয়ে বস্তার মধ্যে প্রবেশ করলো। নাপিতানী তখন উলু দিয়ে বার কত শাঁখ বাজাতেই নাপিত কয়েকজন লোক নিয়ে ঘরে ঢুকে বস্তার মুখে শক্ত ক'রে বাঁধন দিয়ে টানতে টানতে উঠানে নিয়ে এসে সকলে মিলে বড় বড় লাঠি নিয়ে লাগলো বেদম পিটতে। মায়ের চোটে বাঘ বস্তার মধ্যে মরার মত হ'য়ে নড়ন চড়ন হীন হ'য়ে পড়লো। নাপিত তখন বস্তাকে সেই মুখ বাঁধা অবস্থায় গ্রামের পাশে নদীতে ফেলে দিল। বাঘ সেই অবস্থাতেই ভাসতে ভাসতে এক চড়ায় বস্তা সমেত আটকা পড়লো। সেই চড়ায় বাউগাছের

জঙ্গলের মধ্যে এক বাঘিনী বানে ভাসতে ভাসতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। চড়ায় বস্তাটি লাগার পর বাঘিনী তার মধ্যে কোন খাদ্য বস্তু আছে মনে ক'রে মুখ দিয়ে তার বাঁধন খুলে দেখে যে তারই মত এক বাঘ আছে। জলে ফেলার পর বাঘ জল খেয়ে একটু সাব্যস্ত হয়ে চড়ায় ঠেকে। বাঘিনীকে তার উদ্ধারকর্ত্রী দেখে সে মহানন্দে তাকে আদর করিতে লাগিল। বাঘ তার মনের মত বউ পেয়ে সঁতার দিয়ে নাপিতের বাড়ীতে উপস্থিত হলো ধন্বাদ দিবস জন্ম। নাপিত বাড়ীতে বাঘের উপস্থিতিতে সপরিবারে কাঁদিতে লাগিল। বাঘ তাদের অভয় দিয়ে বল্লে—ভাই—বেশ বাঘিনী পেয়েছি। একটু বল পেলেই তোমার ঘটকালির পুরস্কার সংগ্রহ ক'রে দিয়ে যাব। বাঘ হা নিঃশ্বাস ফেলে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বার বার বলে—নাপিত ভাই, গায়ে হলুদের পর, অধিবাসের ঠেলা ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারছি না।

“বিজয়া”

(শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য)

আমায় বিদায় দাও, জননি,—
ওই দেখ মাতঃ হইল প্রভাত
শরতের শুভ্র নবমী রজনী।
তোমার স্নেহের গুহ ও গণেশ
বাইবার তরে ধরেছে স্তবেশ
ঘারে দাঁড়াইয়া ঘরী নন্দি কেশ
বাইবে বলিয়া সেজেছে এখনি,
আমি নাহি গেলে কৈলাস শিখরে
কে দেখিবে মাতঃ তোমার সে হরে
সে যে স্থানে বিহরে কখন যে কি করে
পাগলের শিরোমণি।
মোরে না দেখিলে গণ অগণন
দিবানিশি তারা করিবে যোদন
বৃষভও ত্যজিবে তার পর্যাশন
নয়নের জলে ভিজাবে ধরণী
আবার আসিব সন্ধ্যার পরে
কৈদোনা ভেবোনা তুমি মোর তরে
যখন ডাকিবে দেখিবে অন্তরে
আমি যে সবার অন্তরবাসিনী

কোথা হ'তে এস কোথায় বা যাও
মহামায়ারূপে জগৎ ভূলাও
ভুলাইয়া সবে কিবা স্থখ পাও
ভুলান স্বভাব যতীনের বাণী।

ORDER.

Applications are invited from the intending candidates for the re-settlement of Nayansukh Country Spirit and Drug Shop in P.S. Farakka of this district. Applications should be filed on a twelve annas court fee stamp. Further particulars to be had from the Murshidabad Excise Office, Berhampore. The last day of filing application is 10.11.53.

Sd/- G. Halder.
12.10.53.

For Additional District Magistrate,
Murshidabad.

অপেরীণ



ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যাম্পেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

বাটী ও জমি বিক্ৰয়

রঘুনাথগঞ্জ সদর বাস্তা ও ম্যাকেন্সি পার্ক রোডের
মোড়ে অবস্থিত একখানি দ্বিতল বাটীর বিভক্ত
অর্দ্ধাংশ এবং ফৌজদারী কোর্টের পূর্বে গঙ্গার ধারে
১৮ বিঘা ও ৯ বিঘা দুই প্লট জমি বিক্রয় হইবে।
নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীরঘুনাথ বড়াল,
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুৰ ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩৬ খাং ডি: রায় জানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
বাহাদুর দিৎ দেং স্কনৌ দাসী দাবি ২৩৩/৬ থানা
রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ১-২১ শতকের কাত ১১২
পাই আঃ ১০৮, খং ৫৪৮ স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুৰ ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৩শে নভেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২০৪ খাং ডি: রায় জানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
বাহাদুর দিৎ দেং কৃষ্ণলাল দত্ত দাবি ৬/২ থানা
সাগরদীঘি মৌজে মাঠবাগড়া ৯৮ শতকের কাত
১২৬০/৬ আঃ ৫, খং ২২২

চৌকি জঙ্গিপুৰ ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৩৯ খাং ডি: ধরমচাঁদ সেয়াগী দিৎ দেং
গোপেন্দ্রনারায়ণ সেন দিৎ দাবি ১৩৬৩/৩ থানা
রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জাপুর ১-৮১ শতক নিষ্কর
জমির মেস ৭/০ আঃ ৪০, খং ১০৯৮ অধীনস্থ খং
১০৯৯ নিষ্কর ব্রহ্মত্র স্বত্ব

৪২৩ খাং ডি: ঐ দেং স্বতীন্দ্রনাথ রায় দিৎ দাবি
৪২৩/৬ থানা ঐ মৌজে মিঠিপুর, সেকেন্দরা,
রামেশ্বরপুর ১-৮৫ শতকের কাত ৬৫ আঃ ৩৫,
খং ৫৭২, ১২৯৩, ২৩৮

৪৪২ খাং ডি: উমানাথ সিংহ দেং দ্বিজপদ
হালদার দাবি ২৬৯৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো
৪-৮২ শতকের কাত ১২৮ আঃ ১০, খং ১৭৩
রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৭২ খাং ডি: সেবাইত শামাচরণ নাথ দেং
জাব্বার সেথ দিৎ দাবি ৪১/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে রামদেবপুর ২০০ শতকের কাত ৪১/১০
আঃ ১০, খং ৩৮৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০১ খাং ডি: তুজঙ্গভূষণ দাস দিৎ দেং
সোদামিনী দাসী দাবি ১৪৬/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে জ্যোতস্বন্দর ৩৩ শতকের কাত ৬০/৬ আঃ
৫, খং ৯৮ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০২ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ৩১১/৩ মৌজাদি
ঐ ১-৫১ শতকের কাত ৪/৮ আঃ ১০, খং ৯৬
রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৩ খাং ডি: ঐ দেং সেবাইত মধুবনবিহারী
পাড়ে দাবি ১২৩/৬ থানা ঐ মৌজে সাহাজাদপুর
১৭ শতকের কাত বৃন্দিসহ ১৬/১০ আঃ ৫, খং
১৮৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৪ খাং ডি: ঐ দেং নজিমন বিবি দাবি ১৪৬৩
মৌজাদি ঐ ৩৪ শতকের কাত ১৩ আঃ ৫, খং
২২৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৫ খাং ডি: ঐ দেং সুবাসিনী বর্ষণা দাবি
৩৮৬/৩ থানা ঐ মৌজে দোনলীয়া ১-৭৮ শতকে
৫৬/৩ আঃ ১০, খং ১৪৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৬ খাং ডি: ঐ দেং বহুপতি দাস দিৎ দাবি
৩৫৬৩/৩ থানা ঐ মৌজে খোদরামপুর ৫৬ শতকের
কাত ৪১/০ আঃ ১০, খং ১৫৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৭ খাং ডি: ঐ দেং চণ্ডিচরণ রায় দিৎ দাবি
৩০৬/৩ থানা ঐ মৌজে সাহাজাদপুর, দোনলীয়া
১-২০ শতকের কাত ৩০ আঃ ৫, খং ৮৫, ৫৯ মধ্য
রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৮ খাং ডি: ঐ দেং স্বরত মণ্ডল দিৎ দাবি
১৩৩৬/৩ থানা ঐ মৌজে নবাবজাগীর, জ্যোতস্বন্দর
৮-৩৬ শতকের কাত ২০৬/০ আঃ ৫০, খং ৭৩,
৩০৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪০৯ খাং ডি: ঐ দেং তড়িৎবরনী দেবী দাবি
১৫৬৬৬ থানা ঐ মৌজে ছদরাপুর ৯৮৬ শতকের
কাত ২৬, আঃ ৪০, খং ৮৪ রায়ত মোকররী স্বত্ব

৪২৭ খাং ডি: ঐ দেং শামাপদ রায় দিৎ দাবি
৪২৬/৯ থানা ঐ মৌজে বড়াশিমুল ২-৩২ শতকের
কাত ৭১/২ আঃ ১৫, খং ৩৫৭, অধীনস্থ স্বত্বের খং
৩৫৮ সহ রায়ত মোকররী

৪২৮ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৭৩ থানা ঐ
মৌজে খোদরামপুর ৩৬ শতকের কাত ৬১১ আঃ ৫,
খং ১৮২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪২৯ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৯৩/৩ থানা ঐ
মৌজে দোনলীয়া ৬২ শতকের কাত ১১৬/৮ আঃ ৫,
খং ১৬৩ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪৩০ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১১৬৬/৩ থানা ঐ
মৌজে জলশুখা ১৪ শতকের কাত ১/২ আঃ ৩, খং
১২৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৪১৪ খাং ডি: নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দিৎ দেং
মেজাদ সেথ দিৎ দাবি ৩২/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে বাড়লা ৫৮ শতকের কাত ৪, আঃ ১৫, খং
৫৩২

৪১২ খাং ডি: ঐ দেং খুদু বিবি দিৎ দাবি ৩৯৬/০
থানা ঐ মৌজে সীমলা ১-০৬ শতকের কাত ৫১০
আঃ ১০, খং ১১৫

৪১৩ খাং ডি: ঐ দেং সলিম সেথ দিৎ দাবি
১৩৯০/৬ থানা ঐ মৌজে মথুরাপুর ৫-৬৪ শতকের
কাত ২১১/২ আঃ ১০০, খং ২৩৭

৩১৯ খাং ডি: শামাপদ রায় দেং স্বরদি মণ্ডল
দাবি ২২৪/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জালালপুর
১০ শতকের কাত ১১০ আঃ ৪, খং ১৭৫ কোর্টা
দখলী স্বত্ববিশিষ্ট দেশাচার অনুসারে

৩৩৪ খাং ডি: চণ্ডিচাম সিংহ দিৎ দেং দেবেন্দ্র
নাথ দাস দাবি ১৮১/০ থানা স্মৃতি মৌজে ফতে-
উল্লাপুর ১০ কাঠার কাত ৬৩/৬ আঃ ৫

৩৮১ খাং ডি: শ্রীনন্দন দাস দিৎ দেং আরজুদিন
সেথ দিৎ দাবি ৬২৬ থানা স্মৃতি মৌজে একাটিয়া
৩-৩৭ শতকের কাত ৮/১২ আঃ ১০, খং ১২৬

৩৮২ খাং ডি: সীমা দেবী দেং শ্রীনন্দন মণ্ডল দিৎ
দাবি ৩২৬/৯ থানা স্মৃতি মৌজে নজিরপুর ৬-০৪
শতকের কাত ৯১/৭ আঃ ১৫, খং ১১১

৩৪৪ খাং ডি: নারায়ণচন্দ্র সুবোপাধ্যায় দিৎ দেং
নকড়ি সাহা দিৎ দাবি ৫১১/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে ফুলডী ২-২৬ শতকের কাত ১১৬/৬ আঃ
২৫, খং ৩৮০

৩৫৫ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৯৬ থানা ঐ
মৌজে সিদ্ধিকালি ৭-০০ একরের কাত ৪২১/১ আঃ
২০, খং ৩৪৮

৩৫৬ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৬/৬ থানা ঐ
মৌজে কুলুরি ৯৯ শতকের কাত ৩৬/০ আঃ ১০,
খং ৩৮১

৪৪৬ খাং ডি: মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ
দেং পূর্ণ দাস দিৎ দাবি ৪১১ থানা স্মৃতি মৌজে
নয়াবাহাদুরপুর ৮৮ শতকের কাত ৪০/৩ আঃ ০,
খং ৭৬

৪৪৮ খাং ডি: ঐ দেং বিলাতালী মণ্ডল দিৎ
দাবি ২১/৩ মৌজাদি ঐ ১-৫০ শতকের কাত ৩৬৬/৬
আঃ ১৫, খং ৩৮০

৪৫৯ খাং ডি: ঐ দেং বংশীধর দাস দিৎ দাবি
৬৭৯ মৌজাদি ঐ ৩-৪৫ ১/২ শতকের কাত ১২১ আঃ
৬০, খং ৩৪৮

৪৬০ খাং ডি: ঐ দেং অষ্টবলা বেওয়া দাবি
২৩১/৩ মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ৪৩/৬ আঃ
৫, খং ২৮২



নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৪৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং উমেশ মণ্ডল দিঃ দাবি ১৩৬৬/২ থানা স্তুতি মোজে নয়াবাহাদুরপুর ৫-৮২ শতকের কাত ২৭৬০ আঃ ১২৫, খং ১৩

৪২২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪১১/৩ মোজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ৩১/০ আঃ ২০, খং ৫৮২

৪৬৮ খাং ডিঃ ঐ দেং মাওলাবকস মণ্ডল দিঃ দাবি ৬১৬/২ মোজাদি ঐ ৩-৫২ শতকের কাত ১০।০ আঃ ৫০, খং ৪৪৭ হইতে ৪৫০

৪৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ধীরেন্দ্রনাথ দাস দাবি ২৫।/০ মোজাদি ঐ ৩-৭১ শতকের কাত ১৬৬/৬ আঃ ২০, খং ৫৬৭

৪৭৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ধীরেন্দ্রনাথ দাস দিঃ দাবি ৩১৬/৬ মোজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ৪/০ আঃ ২৫, খং ৫৬২

৪২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩২১।/০ মোজাদি ঐ ২-২০ শতকের কাত ২৬৬/৬ আঃ ৩০, খং ৩৩৫

৪৭৪ খাং ডিঃ ঐ দেং বিহু মাহাড়া দিঃ দাবি ২৩।/৩ মোজাদি ঐ ২০ শতকের কাত ৩/০ আঃ ২০, খং ৬৪৩

৪২৪ খাং ডিঃ ঐ দেং গোপাল কোটাল দিঃ দাবি ৫৩।/৬ মোজাদি ঐ ১-৩২ শতকের কাত ৭।/৬ আঃ ৪৫, খং ৪৮০, ৬১

৪২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং রসরাজ মণ্ডল দিঃ দাবি ১৫৬৬ মোজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ১৬/০ আঃ ১০, খং ৬৩৪

৫০১ খাং ডিঃ ঐ দেং ভূপেন দাস দিঃ দাবি ১২৬/৬ মোজাদি ঐ ৩৭ শতকের কাত ১।/২ আঃ ১০, খং ৫৪৬

৫০০ খাং ডিঃ ঐ দেং বান্দাআলী বিশ্বাস দাবি ১৪৫৬ থানা ঐ মোজে চান্দামারী আঃ ১০, খং ৩১

৪২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সামমহম্মদ মণ্ডল দিঃ দাবি ১৪৫৬ থানা ঐ মোজে শ্রামপুর ১।/০ জমির কাত ৬/৬ আঃ ১০

৪২৬ খাং ডিঃ ঐ দেং সহেজুল্লা মণ্ডল দিঃ দাবি ১২।/৬ থানা ঐ মোজে রমাকান্তপুর ১।/০ জমির কাত ১।/৩ আঃ ৫, খং ১০

৪২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মাহিরুদ্দিন মণ্ডল দিঃ দাবি ১৭৩ থানা ঐ মোজে আটপলগাছি ১৬ শতকের কাত ১।/০ আঃ ১০, খং ৫৩

৪৭১ খাং ডিঃ ঐ দেং নিভরশ ঘোষ দিঃ দাবি ২০।/২ মোজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ৪।/০ আঃ ১৫, খং ৩৭

৪৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং চমৎকারচন্দ্র দাস দিঃ দাবি ৬৬।/২ থানা ঐ মোজে পাঁচগাছিয়া ২-৫১ শতকের কাত ১২।/০ আঃ ৬০, খং ৮৬

৪৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং বিহু মাহাড়া দিঃ দাবি ২৩।০ থানা ঐ মোজে ফতেপুর ৪।/১।/০ বিঘার কাত ৪।/৭।/০ আঃ ১৫, খং ২৪৭

৪৭৬ খাং ডিঃ ঐ দেং দক্ষবালা চৌধুরাণী দাবি ১৬৬।/৩ থানা ঐ মোজে ইসলামপুর ১৪ শতকের কাত ১।/৩ আঃ ১০, খং ১৪৬

৪৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং হাসিনা খাতুন দিঃ দাবি ৪০।/২ থানা ঐ মোজে বাহাদুরপুর ৩-১১ শতকের কাত ১৩৬।/২ আঃ ৩৫, খং ১২২

৪২০ খাং ডিঃ ঐ দেং ধাতু পাঁড়ে ওরফে শ্রামাপদ পাঁড়ে দিঃ দাবি ১৪৭৬।/০ থানা ঐ মোজে নয়াবাহাদুর ও বাহাদুরপুর ২-৬২ শতকের কাত ৩২৬।/০ আঃ ১৪০, খং ৭২০

৪২২ খাং ডিঃ ঐ দেং রসরাজ রায় দিঃ দাবি ৫৫।/৬ মোজাদি ঐ ৩-০২ শতকের কাত ১০।০ আঃ ৫০, খং ৭০

৪৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং ব্রজবালা বর্ধগ্যা দাবি ৪৬।/২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে আকবরপুর ১-৬২ শতকের কাত ৮।/২ আঃ ৪০, খং ৪৩

৪৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং জয়লাল মিস্ত্রী দাবি ৫৬।/২ মোজাদি ঐ ৩-২২ শতকের কাত ১৬৬/৮ আঃ ৪০, খং ১৫

৪৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং নাজিরুদ্দিন সেখ দাবি ৩৮৬৩ মোজাদি ঐ ৫৬ শতকের কাত ৮।/২ আঃ ৩০, খং ২৬

৪৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং সাবিত্রীবালা দেবী দাবি ৫২।/২ থানা ঐ মোজে খান্দুয়া ২-৫৭ শতকের কাত ৪।/৭ আঃ ৪৫, খং ৩৩

৪৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৬।/০ থানা ঐ মোজে ছুবরা ৩৮ শতকের কাত ১।/৫ আঃ ১৫, খং ৪৬৪

৪৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোলানাথ সাহা দিঃ দাবি ১২৬।/২ থানা ঐ মোজে জঙ্গিপুর ৩২ শতকের কাত ২, আঃ ১৫, খং ৪৬

৪৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং নকড়ি সাহা দিঃ দাবি ১৪।/২ থানা ঐ মোজে জঙ্গিপুর ২৩ শতকের কাত ১।/০ আঃ ৭, খং ৪৪৫

৪৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেং চাঁদমল সেরাওগী দাবি ৭২৬।/২ মোজাদি ঐ ২০ শতকের কাত ৩২।/০ আঃ ৬৫, খং ২২৮

৪৮৪ খাং ডিঃ ঐ দেং বিভূতিভূষণ দে দিঃ দাবি ২০।/৩ মোজাদি ঐ ১/৩ কাঠার কাত ৩, আঃ ১২, খং ৪৬

৪৮৬ খাং ডিঃ ঐ দেং সত্যরঞ্জন দে দিঃ দাবি ৪১।০ মোজাদি ঐ ৬ একরের কাত ১২৬।/২ আঃ ৩০, খং ১১২৬

৪৮৮ খাং ডিঃ ঐ দেং অর্ধেন্দ্রশেখর নাথ দিঃ দাবি ১২।/৬ মোজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ১/৬ আঃ ৫, খং ৪০৬

৫০২ খাং ডিঃ ঐ দেং ভবানী মুখোপাধ্যায় দাবি ৪৪।/০ মোজাদি ঐ ৫-১০ শতকের কাত ১১।/০ আঃ ৪০, খং ৫১০

৪৮৫ খাং ডিঃ ঐ দেং স্কন্দরলাল দাস দিঃ দাবি ২৫।/০ থানা ঐ মোজে ওসমানপুর ২১ শতকের কাত ২।/৬ আঃ ১৫, খং ৪২, ১৬২

৪৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং রাধামোহন মজুমদার দিঃ দাবি ৩১।/৬ থানা ঐ মোজে ছোটকালিয়াই ১-৪৫ শতকের কাত ৪, আঃ ১২, খং ৭৪

৪৬৫ খাং ডিঃ ঐ দেং নাজিরুদ্দিন বিশ্বাস দিঃ দাবি ২৭৬/৬ মোজাদি ঐ ১-৭১ শতকের কাত ৫৬/৬ আঃ ২৫, খং ১৪১

৪৬১ খাং ডিঃ ঐ দেং বসন্তকুমার দাস দিঃ দাবি ৩২।/৬ থানা ঐ মোজে জ্যোতকমল ও ওসমানপুর ২-৫৪ শতকের কাত ৭।/৩ আঃ ৩০, খং ২১২ ও ১৭৭

৪৬৩ খাং ডিঃ ঐ দেং যতীশচন্দ্র দত্ত দিঃ দাবি ২।/৩ থানা ঐ মোজে জ্যোতকমল ১-০২ শতকের কাত ২, আঃ ১৫, খং ৩০০, ৩০১

৪৬৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৬/২ মোজাদি ঐ ৩৮ শতকের কাত ২৬/১১ আঃ ১৫, খং ২২৮

৪৬৬ খাং ডিঃ ঐ দেং মনমতী দানী দিঃ দাবি ২২৬।/৩ মোজাদি ঐ ১-৬৬ শতকের কাত ৭।/০ আঃ ২৫, খং ২১২

৪৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং সত্যেশ্বর রায় দিঃ দাবি ৪৩।/২ থানা ঐ মোজে ছোটকালিয়াই ও জঙ্গিপুর ৪-৩১ শতকের কাত ৭/১০ আঃ ৩০, খং ৪২১, ১০৫৭

৪৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং পদ্মকামিনী দেবী দাবি ২২৬।/৬ থানা ঐ মোজে জঙ্গিপুর ও ছোটকালিয়াই ২৪-৬৫ শতকের কাত ১৭৪/৩ আঃ ২২০, খং ৮২৬, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৭ হইতে ৪০৪, ৪০৭

৪৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং কল্যাণী দেবী দিঃ দাবি ৩০৫/৬ মোজাদি ঐ ২৫-৬৮ শতকের কাত ১৭৪/৩ আঃ ৩০০, খং ৮৩১ ও ৩৮৪

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টার অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিষ্কৃত ক্যাস্টার
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যান্ড কোং লিঃ



জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

বনুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রী বিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫৭, গ্রে ট্রাট, পোঃ বিডন ট্রাট, কলিকাতা-৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন"

টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দ্রাব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রমাল সোসাইটী, ব্যাক্শের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউশন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :-



আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু ষাঁহারা জটিল
রোগে ভুগিয়া জ্যাস্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন,
স্নায়বিক দৌর্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার,
প্রদর, অজীর্ণ, অগ্ন, বহুমূত্র ও অগ্নাশ্রু প্রস্রাবদোষ,
বাত, হিষ্টিরিয়া, স্মৃতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ
পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার
পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত
ইলেকট্রিক সলিউশন' ঔষধের আশ্চর্য ফল দেখিয়া মন্থমুগ্ধ হইবেন।
প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি
শিশি ১১০ টাকা ও মাশুলাদি ৫/০ আনা।

সোল এজেন্ট :- ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ-গার্ডেনরিচ, কলিকাতা-২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

বরকারী সুগন্ধি দার্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়াসের ভাল চা
আম্ব মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহায়ত্বিত্তি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ বনুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।